**১। শিরোনাম/বিষয় ঃ বন্দিদের সাথে মোবাইলে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি।**

**বর্ণনা ঃ** "যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে কারাবন্দিদেরকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে।"

**- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি-**

 স্বজনের সাথে, সংশোধনের পথে’ - এই স্লোগানকে ধারণ করে বাংলাদেশ জেল এটুআই এর সহযোগিতায় "Prison Link | Smart Communication System for Inmates & Relatives" তথা ’স্বজন’ নামে কারাবন্দিদের সাথে তাদেরনিকটাত্নীয়ের মোবাইল ফোনে কথা বলার জন্য একটি জনবান্ধব পদ্ধতি চালু করে। এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সার্বিক সহযোগিতা ও নির্দেশনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত এ প্রকল্পটি চালুর কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে।

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এম.পি গত ২৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে 'গোলাপ’ বুথ এ একজন বন্দির (চুয়াডাঙ্গার রাশেদুল ইসলাম) নিকটাত্নীয়ের সাথে কথা বলার মাধ্যমে এর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী ও এটুআই এর পরিচালক (ইনোভেশন) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, কারা মহাপরিদর্শক জনাব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ ইফতেখার উদ্দীন সহ অন্যান্য স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী সম্মানিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনের পর এ পর্যন্ত (২১ জুলাই ২০১৮) বন্দি তথা তাদেরআত্নীয় জনসাধারণের কথা বলার এই সুবিধা গ্রহণের একটি পরিসংখ্যান নিচে দেয়া হলোঃ

* এ পর্যন্ত মোট ১৯৩০ জন বন্দি ফোন কল এ কথা বলেছেন।
* তন্মধ্যে হাজতি বন্দির সংখ্যা ৫০৮ ও কয়েদি বন্দির সংখ্যা ১৪২২।
* পুরুষ বন্দির সংখ্যা ১৮৪৮ ও মহিলা বন্দির সংখ্যা ৮২।
* মোট কথা বলা হয়েছে ২১৩ ঘন্টার উপরে।
* হাজতি বন্দিগণ কথা বলেছেন মোট ৫৬ ঘন্টা ১২ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড।
* কয়েদি বন্দিগণ কথা বলেছেন মোট ১৫৭ ঘন্টা ২৬ মিনিট ৪২ সেকেন্ড।
* সপ্তাহে কল করার গড় হার বর্তমানে ২০০ টি।
* সর্বাধিক কথা হয়েছে ১৭ জুলাই তারিখে, কথা বলেছেন ৪৪ জন বন্দি।

 এ সকল বন্দির তথ্য ফোন বুথ রেজিস্টার এবং সার্ভার এ সংরক্ষিত আছে। জেএমবি, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের সদস্য ও কিছু নির্দিষ্ট ধরণের মামলায় অভিযুক্ত বন্দি (অপহরণ, চাঁদাবাজি ইত্যাদি) এ সুবিধার আওতার বাইরে থাকছে।

ফোন বুথটির উদ্বোধনের পর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, 'বন্দিরা স্বজনের সঙ্গে কথা বলে মানসিক তৃপ্তি পাবেন। কারাগার থেকে ফিরে গিয়ে তারা আর অপরাধে জড়াবেন না। পর্যায়ক্রমে দেশের সব বন্দি কারাগারে বসে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলার সুযোগ পাবেন। এ জন্য দেশের সব কারাগারে বুথ স্থাপন করা হবে।' তিনি আরো বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী এ দেশের কারাগারকে বন্দিশালা নয়, সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছেন।'

 উল্লেখ্য, উদ্বোধনের দিন মোট ৪ জন কারাবন্দি ফোনে তাঁদের স্বজনের সাথে কথা বলেন। পূর্বোল্লিখিত রাশেদুল ছাড়াও ৩০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত মধুপুরের লাভলু মন্ডল ফোনে কথা বলেন তাঁর মায়ের সাথে। লাভলু প্রায় দুই বছর ধরে কারাগারে আছেন। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চাকতা গ্রামের শাহাদত হোসেন স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। সন্তানদের খোঁজখবর নেন। বন্দিদের অভিমত, মাঝে মাঝে ফোনে পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে কথা বলতে পারায় তাঁরা বন্দিজীবনে কিছুটা হলেও শান্তি পাচ্ছেন।

**সুবিধাভোগীঃ**

* মহিলা বন্দি
* মায়ের সাথে শিশু
* কিশোর বন্দি
* বৃদ্ধ বন্দি
* ভিন্ন জেলার বন্দি
* সকল সাধারণ বন্দিসহ পুরো কারা কর্তৃপক্ষ (কারণ, ফোন কল পর্যালোচনায় কোন্ বন্দি মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত বা কার কি অসুবিধা হচ্ছে তা জানতে পারায় তাদের দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়া এবং দ্রুততার সাথে বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেয়া সহজতর হচ্ছে।

 ফোনবুথ এর মাধ্যমে কারাগারে একটি নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার আওতায় বন্দি ও তাদের নিকটাত্নীয়েরমধ্যে কথা বলা বা যুক্তিসঙ্গত জরুরী বার্তা বিনিময়ের সুযোগ থাকলে কারাগারগুলো প্রকৃত সংশোধনাগার হওয়ার পথে একধাপ এগিয়ে যাবে মর্মে আশা করা যায়।